দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31 AUG 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

পথকলি ট্রাস্ট তহবিলে সোয়া কোটি টাকা দান

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ বুধবার প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে পথকলি ট্রাস্ট তহবিলের জন্য এক কোটি ২৮ লাখ ৭৪ হাজার টাকা দান গ্রহণ করেন।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পথকলি ট্রাস্ট তহবিলে

(১-এর পৃঃ পর)

পথকলি ট্রাস্ট তহবিল সূত্র বলেন, দু' মাস আগে গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তহবিলে প্রায় দু' কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। খবর বাসসর।

ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক এম এ মালেক এমপি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও রওশন এরশাদের হাতে এক কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, পথকলি ট্রাস্ট তহবিলে দান অব্যাহত থাকবে।

পাটমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বিজেএমসির অধীন পাটকলগুলোর শ্রমিক, কর্মচারী ও অফিসারদের প্রদত্ত দানের প্রথম কিস্তি ২৫ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

মন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডীকে জানান যে বিজেএমসি পাটকলগুলোর শ্রমিক, কর্মচারী ও অফিসারদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা তাদের মজুরী ও বেতনের অংশ দান অব্যাহত রাখবে।

পাট সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান এবং পাটকলগুলোর বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এ উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পাটকলগুলোর বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন সিদ্দিক আহমদ সর্দার সভাপতি, আদমজী পাটকল শ্রমিক ইউনিয়ন; দেলোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক, আদমজী পাটকল শ্রমিক ইউনিয়ন, সফর আলী ভুঁইয়া চেয়ারম্যান, সুমিলপাড়া ইউনিয়ন, আদমজীনগর, এম মমতাজউদ্দিন ভুইয়া, সভাপতি, বিজেএমসি কর্মচারী ইউনিয়ন, সিরাজুল ইসলাম সভাপতি, লতিফ বাওয়ানী পাটকল শ্রমিক সংঘ, খোর্শেদ আলম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পাটকল, কাজী আবদুল কুদ্দুস সাধারণ সম্পাদক, ইউএমসি পাটকল, সুলতান আহমদ, সভাপতি, করিম পাটকল শ্রমজীবী ইউনিয়ন, কামালউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, নিশাত পাটকল, আবদুল হামিদ সভাপতি বাওয়া পাটকল শ্রমিক ইউনিয়ন, এম এ গফুর সভাপতি হাফিজ পাটকল এবং এম সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক, পিপলস জুট মিলস এবং হাবিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ক্রিসেন্ট জুট মিলস।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী এইচ এম এ গফফার তহবিলে তাঁর এক মাসের বেতন দান করেন।

বুধবার আর যারা তহবিলে দান করেন তারা হলেন ঢাকা বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রিগণ এক লাখ ৬৪ হাজার ১৯৪ টাকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ৯২ হাজার ৯শ ৫০ টাকা, এ বি এম ইকবাল ৫০ হাজার টাকা, ডাঃ এম এ খান ২৫ হাজার টাকা কচিকন্ঠ স্কুলের ছাত্রছাত্রিগণ ১০ হাজার টাকা, দীন মোহাম্মদ রানা ১০ হাজার টাকা, ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্য লিঃ ব্যাংকের অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ ৫ হাজার টাকা, বাংলাদেশ এক্সট্রা মোহরার সমিতি ৫ হাজার টাকা, নওয়াবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিগণ ৩ হাজার ৫শ টাকা এবং পিটার পল ইনফ্যান্ট স্কুল ৯শ টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ও ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্য এ উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পথকলি ট্রাস্টের সভা

বুধবার প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে পথকলি ট্রাস্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফার্স্ট লেডী ও ট্রাস্টের সভানেত্রী বেগম রওশন এরশাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ট্রাস্টের কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত এর অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

ফার্স্ট লেডী ট্রাস্টের সদস্যদের প্রতি দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোকে আরো পথকলি বিদ্যালয় স্থাপন করে এর তৎপরতা সম্প্রসারণ এবং এভাবে অবহেলিত শিশুদের শিক্ষাদানের পথ সুগম করার আহবান জানান।

তিনি বলেন, পথকলিদের চিকিৎসার জন্য খোলা ঔষধালায় এর কর্তব্য পালনে নিয়মিত থাকা উচিত।

তিনি ওষুধ প্রস্তুতকারকদের প্রতি খোলা মন নিয়ে তাদের তৈরি ওষুধ ঔষধালয়ে দান করার আহবান জানান।

বেগম এরশাদ হাল্কা কাজের মাধ্যমে পথকলিদের আয়ের পথ খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রতিষ্ঠিত পথকলি বিদ্যালয়ের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের আহবান জানান। যাতে তারা জ্ঞান আহরণে হতভাগ্য শিশুদের যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারে।

তিনি সকলের প্রতি ট্রাস্টের তৎপরতা জোরদার করতে এর তহবিলে আরো বেশী দান করতে এগিয়ে আসার এবং অবহেলিত শিশুদের দুর্দশা লাঘব এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে তাদের সাহায্য করার আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম সভাকে জানান যে, পথকলি ট্রাস্ট ও বিদ্যালয়ের ধারণা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে।

তিনি বলেন যে তার মন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্ট এরশাদের শুরু করা এবং ফার্স্ট লেডীর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত এই মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা করবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, এডভোকেট রেজাউর রহমান এবং ট্রাস্টের সেক্রেটারী লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) মোশা... হোসেন সভা...